



## 128170 - শঙ্কিগা লাগানোর সময় নরিধারণ সংক্রান্ত কোন হাদসি সহহি নয়

### প্রশ্ন

শনবিার কথিবা শুক্রবারে শঙ্কিগা লাগানো কমািকরুহ; যদি সেই দিন ১৯ তারখি বা ১৭ তারখি কথিবা ২১ তারখি হয়? যহেতে হাদসিে এসছে, তোমরা বুধবারে, কথিবা শুক্রবারে, কথিবা শনবিারে, কথিবা রববিারে শঙ্কিগা লাগাও না। বৃটনেরে মুসলমানদরে নকিট এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশা করি বিষয়টি পরষিকার করবনে। এ সংক্রান্ত হাদসিগুলো কী দুর্বল; না সহহি?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

শঙ্কিগা লাগানোর সময়রে ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনেকগুলো হাদসি বর্ণতি হয়েছে। এ ব্যাপারে কওলি (বাচনকি) হাদসি যমেন রয়েছে, ফেলী (কর্মগত) হাদসিও রয়েছে। এ হাদসিগুলো দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: যহে হাদসিগুলোতে শঙ্কিগা লাগানোর উত্তম দিনগুলো সুনরিদষ্টিভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সহে দিনগুলো হচ্ছহে- চন্দ্রমাসরে ১৭ তারখি (বশিষেতঃ যদি মঙ্গলবার হয়); ১৯ তারখি ও ২১ তারখি এবং সপ্তাহরে সোমবার ও বৃহস্পতবিার।

দ্বিতীয় প্রকার: যহে হাদসিগুলোতে সপ্তাহরে বশিষে কিছু দিনে শঙ্কিগা লাগানোর নষিধোজ্ঞা এসছে। সহে দিনগুলো হচ্ছহে- শনবিার, রববিার, মঙ্গলবার (মঙ্গলবারে শঙ্কিগা লাগানোর প্রতি উৎসাহও বর্ণতি হয়েছে), বুধবার ও শুক্রবার।

অধিকাংশ আলমে এ দুই প্রকাররে হাদসিগুলো দুর্বল হওয়া এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এর কোনটি সহহি না হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছেন। তাদের উক্তগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১। ইমাম মালকেকে শনবিার ও বুধবারে শঙ্কিগা লাগানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হলে তিনি বলেন: এতে কোন অসুবিধা নহে। আমি সব কয়টি দিনে শঙ্কিগা লাগিয়েছি। আমি এর কোনটিকে মাকরুহ মনে করি না। [আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা (৭/২২৫) থেকে সংক্ষেপে সমাপ্ত; গ্রন্থকার এ উক্তটি 'আল-উতবয়্যাহ' থেকে উদ্ধৃত করছেন]

মালকেমিয়াহাবরে 'আল-ফাওয়াকহে আল-দাওয়ানি' (২/৩৩৮) গ্রন্থে এসছে- বছরে প্রতিটি দিনে শঙ্কিগা লাগানো জায়হে;



এমনকি শনিবার ও বুধবারও। বরং ইমাম মালকে সারা বছর শঙ্কিগা লাগাতনে। এই দুই দিনে কোন প্রকার ঔষধ গ্রহণ করা মাকরূহ নয়। পক্ষান্তরে, এই দুই দিনে শঙ্কিগা লাগানো থেকে সতর্কমূলক যসেব হাদিসি বর্ণতি হয়ছে সেগেলো ইমাম মালকেরে নকিট সহহি নয়।[সমাপ্ত]

২। আব্দুর রহমান বনি মাহদি (রহঃ) বলনে:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ সংক্রান্ত (অর্থাৎ শঙ্কিগা লাগানোর সময় নরিধারণমূলক) কোন কিছু সহহি সাব্যস্ত হয়নি। তবে তিনি শঙ্কিগা লাগানোর নরিদশে দয়িছেনে।[সমাপ্ত, ইবনুল জাওয়াযি ‘আল-মাওয়াআত (৩/২১৫) গ্রন্থে এ উক্তিটি উল্লেখ করছেনে]

৩। আল-খাল্লাল ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করনে য়ে, হাদিসিটি সাব্যস্ত হয়নি।[ইবনে হাজার ‘ফাতহুল বারী (১০/১৪৯) তে এ উক্তিটি উল্লেখ করছেনে]

৪। বারযায়ি বলনে:

‘আমি আবু যর (রাঃ) এর সাক্ষাত পয়েছে। তিনি বিশিষে কোন দিনে শঙ্কিগা লাগানো মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে কোন কিছু সাব্যস্ত করনে না এবং বিশিষে কোন দিনে শঙ্কিগা লাগানো মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে কোন কিছু সাব্যস্ত করনে না।[সমাপ্ত, সুআলাতুল বারযায়ি (২/৭৫৭)]

৫। হাফযে ইবনে হাজার –ইমাম বুখারীর উক্তি ‘পরচ্ছিদে: কোন সময় শঙ্কিগা লাগাবে, আবু মুসা (রাঃ) রাত্ৰবিলো শঙ্কিগা লাগয়িছেনে’ ব্যাখ্যা করতে গয়ি- বলনে: শঙ্কিগা লাগানোর উপযুক্ত সময় সম্পর্কে বশে কিছু হাদিসি বর্ণতি হয়ছে। তবে এর কোনটি বুখারীর শর্তে উত্তীর্ণ নয়। তাই তিনি যনে এ ইঙগতি করতে চাচ্ছনে য়ে, প্রয়োজন হলে য়ে কোন সময় শঙ্কিগা লাগানো যাবে। কোন সময় শঙ্কিগা লাগানো যাবে; আর কোন সময় শঙ্কিগা লাগানো যাবে না— এমনটিনিয়। কারণ তিনি রাত্ৰবিলো শঙ্কিগা লাগানোর বিষয়টি উল্লেখ করছেনে।[ফাতহুল বারী (১০/১৪৯) থেকে সমাপ্ত]

৬। উকাইলি (রহঃ) বলনে: “এ বিষয়ে অর্থাৎ শঙ্কিগা লাগানোর জন্য বিশিষে দিনি নরিবাচন সম্পর্কে কোন হাদিসি সাব্যস্ত নয়।[আল-যুআফা আল-কাবরি (১/১৫০) থেকে সমাপ্ত]

৭। ইবনুল জাওয়াযি তার ‘আল-মাওয়াআত (জাল হাদিসি সংকলন)’ নামক গ্রন্থে (৩/২১১-২১৫) গটো একটি পরচ্ছিদে রচনা করছেনে এবং এতে এ সংক্রান্ত হাদিসিগুলো উল্লেখ করার পর বলনে: “এ হাদিসিগুলোর কোনটি সহহি নয়।”[সমাপ্ত]

৮। ইমাম নববী (রহঃ) বলনে:

“সারকথা হচ্ছ- বিশিষে কোন দিনে শঙ্কিগা লাগানো নষিদিধ হওয়া সম্পর্কে কোন কিছু সাব্যস্ত হয়নি।”[আল-মাজমু (৯/৬৯),



যদিও নববী ১৭ তারিখ, ১৯ তারিখ ও ২১ তারিখে শঙ্কিগা লাগানোর সময় সংক্রান্ত হাদসিটকি 'হাসান' বলনে]

৯। হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলনে:

“এ হাদসিগুলোর কোনটা সহহি নয়।”[সমাপ্ত; ফাতহুল বারী (১০/১৪৯)]

দুই:

আলমেগণরে অনেকে চন্দ্রমাসরে ১৭ তারিখ, ১৯ তারিখ ও ২১ তারিখে শঙ্কিগা লাগানোকে মুস্তাহাব মনে করেনে নম্নিনোক্ত দললিরে ভিত্তিতে:

১. সাহাবীগণ থেকে সহহি সূত্রে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে:

আনাস বনি মালকে (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলনে: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীগণ মাসরে বজেডে দনিগুলোতে শঙ্কিগা লাগাতনে।”

তাবারানী ‘তাহযীবুল আছার’ গ্রন্থে (নং-২৮৫৬) এ আছার (সাহাবীর উক্তি) টি বর্ণনা করছেন। তিনি বলনে: এ আছারটি আমাদরে নকিট মুহাম্মদ বনি বাশশার বর্ণনা করছেন, তিনি বলনে: আমাদরে নকিট আবু দাউদ বর্ণনা করছেন তিনি বলনে: আমাদরে নকিট হশাম বর্ণনা করছেন কাতাদা থেকে, তিনি বর্ণনা করছেন আনাস (রাঃ)। এ সনদটি (বর্ণনাসূত্রটি) সহহি। আবু যুরআ বলনে: এ বিষয়ে সবচয়ে শুদ্ধ হচ্ছে আনাস (রাঃ) এর হাদসি: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীগণ ১৭ তারিখ, ১৯ তারিখ ও ২১ তারিখে শঙ্কিগা লাগাতনে।” [সুআলাতুল বারযায়ি (২/৭৫৭)] ইমাম তাবারী উল্লেখিত আছার (সাহাবীর উক্তি) এর পর রফা (আবুল আলিয়া) থেকে বর্ণনা করেনে তিনি বলনে: “তাঁরা মাসরে বজেডে তারিখে শঙ্কিগা লাগানো মুস্তাহাব মনে করতনে।” এবং তিনি ইবনে আওন থেকে বর্ণনা করেনে য়ে, তিনি বলনে: “তিনি তার কিছু সাহাবীকে ১৭ তারিখে ও ১৯ তারিখে শঙ্কিগা লাগানোর নর্দিশে দতিনে।” ইমাম আহমাদ বলনে: সুলাইম বলছেন, হশাম আমাদরেকে মুহাম্মদ থেকে সংবাদ দয়িছেন য়ে, তিনি এ হাদসি ‘২১ তারিখ’ এর কথাও বর্ণনা করতনে।

সম্ভবত সাহাবায়ে কেরোমরে এ অভ্যাসরে কারণ ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক এ সময় নর্দিশরণ। এতে করে বুঝা যায় য়ে, এ হাদসিগুলো ‘হাদসি মারফু’ (রাসূল থেকে বর্ণনা) হওয়ার একটা ভিত্তি রয়িছে। বরং কোন কোন আলমে এ সংক্রান্ত কোন কোন মারফু হাদসিকে মজবুত বলে রায় দয়িছেন। য়মেন ইমাম তরিমযি। তিনি আনাস বনি মালকে (রাঃ) এর হাদসি: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গর্দানরে দুই পাশে ও পঠিরে দুই পাশে শঙ্কিগা লাগাতনে। এবং তিনি ১৭ তারিখ, ১৯ তারিখ ও ২১ তারিখে শঙ্কিগা লাগাতনে।” হাদসি নং ২০৫১, তরিমযি বলনে: হাদসিটি হাসান।

একই রকম মত দয়িছেন- মুতাআখখরীন আলমেদরে মধ্য সুযুতী তার ‘আল-হাওয়ি’ নামক ফতোয়া গ্রন্থে (১/২৭৯-২৮০)



এবং ইবনে হাজার আল-হাইতামী তার ফতোয়াতে (৪/৩৫১) এবং আলবানি তার 'আল-সলিসলি আল-সহহি' গ্রন্থে (নং ৬২২ ও ১৮৪৭)।

যদিও ইতপূর্বে এ সংক্রান্ত মারফু হাদিস দুর্বল হওয়ার মরমে যসেব ইমমাগণেরে অভিমিত উল্লেখ করা হয়েছে সেটাই শক্তিশালী ও অগ্রগণ্য।

২. চকিৎসা শাস্ত্রেরে এর সমর্থন রয়েছে:

আললামা ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) ১৭ তারিখ, ১৯ তারিখ ও ২১ তারিখে শঙ্কিগা লাগানো সংক্রান্ত হাদিসগুলো উল্লেখ করার পর বলেন: “এ হাদিসগুলো চকিৎসকদেরে ঐকমত্যেরে সাথে মলি গলে। চকিৎসকদেরে মতে, মাসেরে দ্বিতীয়ার্ধে এবং এরপর অর্থাৎ তৃতীয় চতুর্থাংশে শঙ্কিগা লাগানো মাসেরে প্রথমার্ধে কথিবা শেষার্ধে শঙ্কিগা লাগানোর চয়ে উত্তম। আর প্রয়োজন হলে আপনযি কনো সময়ে শঙ্কিগা লাগান, মাসেরে প্রথমে হোক শেষে হোক আপনি উপকার পাবনে।

আল-খাল্লাল বলেন: ইসমত বনি ইসাম আমাকেরে সংবাদ দনে যেরে, তনি বলেন: হাম্বল আমাদেরে নকিট বর্ণনা করছেন যেরে, তনি বলেন: আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বনি হাম্বল এর যখন রিক্ত উত্তাল হয়ে উঠত তখন শঙ্কিগা লাগাতনে সেটি যেরে সময়ে হোক না কনে।[সমাপ্ত]

[যাদুল মাআদ (৪/৫৪)]

পক্ষান্তরে সপ্তাহেরে বিশেষে দনি শঙ্কিগা লাগানোর ব্যাপারে আমাদেরে জানা মতে চকিৎসা শাস্ত্রেরে কনো কিছু সাব্যস্ত হয়নি। যদিও এ ব্যাপারে কিছু সাহাবী থেকে কিছু বক্তব্য এসছে। ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণতি আছে যেরে, তনি শনিবার ও বুধবারে শঙ্কিগা লাগানো থেকে বরিত থাকতনে। ইবনুল কাইয়যমে যাদুল মাআদ গ্রন্থে (৪/৫৪) আল-খাল্লাল থেকে এটি বর্ণনা করছেন।

ইবনে মুফলহি (রহঃ) বলেন:

আবু তালবে ও একদল বর্ণনাকারী বর্ণনামতে, শনিবার ও বুধবারে শঙ্কিগা লাগানো মাকরূহ। মুহাম্মদ ইবনে হাসানের বর্ণনা মতে, ইমাম আহমাদ শুকরবারেরে কথাও বাড়তি বর্ণনা করছেন। আল-মুসতাওয়াব ও অন্য গ্রন্থে এ ব্যাপারে দৃঢ়তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

আল-মারওয়াযি বলেন: “আবু আব্দুল্লাহ রবিবার ও মঙ্গলবারে শঙ্কিগা লাগাতনে।”

কাযী বলেন: “রবিবার ও মঙ্গলবারে পছন্দ করতনে। শনিবারে অপছন্দ করতনে। শুকরবারেরে ব্যাপারে নরিব ছিলনে।[বক্তব্য সমাপ্ত]



একটা নীতি হচ্ছে-তিনি যদি কোন বসিয়ে চুপ থাকেন তাহলে সে বসিয়ে দুটো দকিই থাকে।

যুহরী থেকে মুরসাল সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, “যে ব্যক্তি শনিবারে কিংবা বুধবারে শঙ্কিগা লাগালো ফলে তার কুষ্ঠরোগ হল তাহলে সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ না করে।” ইমাম আহমাদ এ উক্তিটি উল্লেখ করেন এবং এটি দিয়ে দলিল দেন। আবু দউদ বলেন: তিনি সনদসহ উল্লেখ করেছেন; কিন্তু এটি সহিহ নয়।

বাইহাকী উল্লেখ করেছেন যে, একাধিক মুহাদ্দসি এ বাণীটি মুত্তাছলি সনদে উল্লেখ করেছেন। তিনি এটিকে দুর্বল বলছেন। মুখস্তুকত হচ্ছে- এটি মুনকাতী (কর্তৃতি সনদ)।[তার কথা সমাপ্ত]

আবু বকর ইবনে আবু শাইবা তার নিজস্ব সনদে মাকহুল থেকে বর্ণনা করেন যে, এটি মুরসাল। আর الوضع শব্দে অর্থ হচ্ছে-البرص অর্থাৎ কুষ্ঠরোগ।

ইমাম আহমাদের কাছে একবার বলা হল যে, এক ব্যক্তি বুধবারে শঙ্কিগা লাগিয়েছে এবং এ সংক্রান্ত হাদিসটিকে তুচ্ছ করে বলছে এটি কিমেন হাদিস? এরপর সে লোকের কুষ্ঠরোগ হয়েছে। তখন ইমাম আহমাদ বলেন: কোন ব্যক্তির হাদিসকে তুচ্ছ করা সমীচীন নয়। আল-খাল্লাল এটি বর্ণনা করেন।

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে একটি মারফু হাদিস বর্ণিত আছে যে, “জুমার দিনে এমন একটি সময় আছে যে সময়ে কেউ শঙ্কিগা দিলে তার এমন একটি রোগ হবে যে রোগ থেকে মুক্তি পাবে না।” বাইহাকী হাসান সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন; সে সনদে আত্‌তাফ বনি খালদে রয়েছে; তার মুখস্তুকততে দুর্বলতা আছে।[সমাপ্ত; ইবনে মুফলহি এর ‘আল-আদাব আল-শারইয়্যাহ (৩/৩৩৩)]

অনুরূপ বর্ণনা ইবনে মায়ীন, আলী ইবনে মাদীনা থেকেও বর্ণিত আছে।

আল্লাহই ভাল জানেন।